তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৭১

**মির্জা ফখরুল প্রমাণ করেছেন বিএনপি পাকিস্তানের এজেন্ট**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, “মির্জা ফখরুল সাহেবের ঠাকুরগাঁওয়ে দেওয়া ‘পাকিস্তানই ভালো ছিল’ বক্তব্যেই প্রমাণ হয়েছে বিএনপি হচ্ছে পাকিস্তানের এজেন্ট।” তিনি বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেবরা আসলে হৃদয়ে পাকিস্তানকেই ধারণ করে। তারা হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তানের এজেন্ট। দেশকে পাকিস্তানের এজেন্টদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এরা যদি আবার সুযোগ পায় তাহলে দেশটাকে আবার পাকিস্তান বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। সুতরাং এদের হাত থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি এজেন্টদের কোনো জায়গা নেই।’

আজ চট্টগ্রামে রাঙ্গুনিয়া উপজেলা কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

‘বাস্তবতা হচ্ছে, পাকিস্তান আজকে আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আমাদের প্রশংসা করেছেন। আজকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বাংলাদেশের প্রশংসা করছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশাংসা করে তিনি বলছেন, বাংলাদেশ আমাদের পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে। পাকিস্তানের টেলিভিশনে আলোচনায় শেখ হাসিনার প্রশংসার ঝড় ওঠে। আর বিএনপিনেতারা বলেন উল্টো কথা।’

সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান বলেন, আজকে কৃষকরা তাদের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক- আইএমএফ সরকারকে কৃষিতে ভরতুকি প্রত্যাহার করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনা কৃষকের কথা চিন্তা করে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দিচ্ছেন। কৃষকেরা ভালো আছে, দেশের মানুষ ভালো আছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবী এমনকি পাকিস্তানও এদেশের প্রশংসা করছে। কিন্তু এতে অনেকের মন খারাপ। আর সেই মন খারাপের দলের নেতা হচ্ছে বিএনপিনেতা মির্জা ফখরুল সাহেব।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আবদুল মান্নান তালুকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব রানার সঞ্চালনায় রাঙ্গুনিয়ার এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদার পৌর অডিটোরিয়ামে সম্মেলন উদ্বোধন করেন উত্তর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বর্তমান সভাপতি আবদুল মান্নান তালুকদার ও সম্পাদক আয়ুব রানা পুনরায় তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ সালাম, সাধারণ সম্পাদক শেখ আতাউর রহমান। বাংলাদেশ কৃষক লীগের সহসভাপতি আকবর আলী চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আরমান চৌধুরী, জাতীয় পরিষদ সদস্য মোতাহের হোসেন বাবুল, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান চৌধুরী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এসময় বক্তব্য দেন।

#

আকরাম/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৭০

**সাহসী পদক্ষেপে নারীদের এগিয়ে যেতে হবে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, ২০১৬ সালের ২৭ নভেম্বর ‘ভ্রমণকন্যা- Travelettes of Bangladesh’ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। এটি বাংলাদেশের প্রথম নারী ভ্রমণমূলক সংগঠন। ভ্রমণের পাশাপাশি তারা বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধ, আত্মরক্ষা কৌশল, নারীর স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ রোধ, বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে আজ প্রশাসন, পুলিশ, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংক-বিমা, আদালতসহ সর্বস্তরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে। ভ্রমণকন্যা'র এ ধরনের সময়োপযোগী ও সাহসী উদ্যোগের জন্য তাদের সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, সাহসী পদক্ষেপে নারীদের এগিয়ে যেতে হবে।

আজ রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ‘ভ্রমণকন্যা- Travelettes of Bangladesh’ এর ‘Gender Equity & Empowerment Program (GEEP)’ এর বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপনী দিনে আয়োজিত ‘Leadership Boot-camp & Peace Concert 1.0’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাঙালি সংস্কৃতি হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী, সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। বাংলাদেশের রয়েছে ৫০০ এর অধিক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা। তিনি ভ্রমণকন্যাসহ পর্যটকদের এসব ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শন করার আহ্বান জানাই। এর মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য জানতে পারবো, অন্যদিকে নতুন প্রজন্ম জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারবে।

‘End racism, Build peace’ স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্সের ডিআইজি শামীমা বেগম, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক রেহনুমা সালাম খান, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক মোঃ কামরুল ইসলাম, ইউএনডিপি বাংলাদেশের ইয়ুথ কো-অর্ডিনেটর মাহমুদুল হাসান, মাসিক ব্যঙ্গধর্মী ম্যাগাজিন ‘আনম্যাড’ এর সহকারী সম্পাদক মোরশেদ মিশু এবং চিরকুট ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ও ভোকালিস্ট শারমিন সুলতানা সুমি।

প্রতিমন্ত্রী পরে রাজধানীর লালমাটিয়ায় বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিল্পীদের সাম্প্রতিককালের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে ‘প্রতিবিম্ব পরম্পরা পর্ব-১’ শীর্ষক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আর্ট বাংলা ফাউন্ডেশনের নতুন কর্মপরিসর এর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২০৩৫ ঘণ্টা

S তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৯

**বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মহাসড়কে**

 **-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্‌**

বরিশাল, ২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মহাসড়কে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ এক সম্ভাবনাময় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র তথা এক বিস্ময়ের নাম। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন সামাজিক-স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন শেষে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে সমাজে পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি বাজেটে ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করছে। এতে দেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকৃত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ স্থানীয় সামাজিক-স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি সংগঠনগুলোর কর্মীদের উপজেলাবাসীর ভাগ্য উন্নয়নে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

#

আহসান/ এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৩৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬০ হাজার ৩৩১ জন।

#

কবীর/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৭

**বাংলাদেশের চিনি শিল্প ঘুরে দাঁড়াবে**

 **---শিল্প সচিব**

চুয়াডাঙ্গা, ২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর) :

শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেছেন, বাংলাদেশের চিনি শিল্প শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়াবে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুয়ায়ী উৎপাদন বাড়ানো এবং আমদানি কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। উচ্চ ফলনশীল আখ উদ্ভাবন এবং আখচাষিদের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, আখের দাম বৃদ্ধি ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান করছি যাতে কৃষকরা পুনরায় আখ চাষে উদ্বুদ্ধ হয়।

সচিব গুণগত মানসম্পন্ন ও উচ্চ ফলনশীল আখ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)-এর আওতাধীন ঝিনাইদহ জেলার মোবারকগঞ্জ সুগারমিলে প্রদর্শনী ফিল্ড ও চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় কেরু এন্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের প্রদর্শনী ফিল্ড পরিদর্শন শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন। এসময় বিএসএফআইসি'র চেয়ারম্যান মোঃ আরিফুর রহমান অপু, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো (বিএটি) বাংলাদেশের চেয়ারম্যান গোলাম মইন উদ্দিন, চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং স্থানীয়  আখচাষিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সচিব বলেন, ইক্ষুর জাত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন আখ উৎপাদনে সহায়তা এবং উদ্বুদ্ধকরণে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সঙ্গে বিএটি বাংলাদেশ একযোগে কাজ করে চলেছে। সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি যার মধ্যে বিএটি বাংলাদেশের এই মডেল প্রকল্প অন্যতম। এ ধরনের উদ্যোগ দেশজুড়ে সম্প্রসারণ করা গেলে দেশের প্রান্তিক চাষি আখ চাষ উদ্বুদ্ধ হবে এবং ফলস্বরূপ চিনি কলগুলোতে পুনরায় গতির সঞ্চার হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সচিব আরো বলেন, এ কার্যক্রমের আওতায় বন্ধু সেবা অ্যাপের সাহায্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এসএমএস এর মাধ্যমে অ্যাপটির ডেটাবেজে সংরক্ষিত প্রায় ৬৫ হাজারের বেশি আখচাষিকে আখের পরিচর্যার জন্য কখন কি করণীয় ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএম এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক হ্যালো চাষি অ্যাপে সংরক্ষিত ডেটাবেজে বিদ্যমান মোবাইলে নাম্বারে সরাসরি ফোন দিয়ে আখচাষিদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা অবহিত হওয়া এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা সমাধানের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিএটি বাংলাদেশ এর সাথে বিএসএফআইসি যৌথভাবে আখচাষে উত্তম চর্চার মাধ্যমে আখের ফলন ৫০-৬০ মে.টন উন্নীত করার নিমিত্ত ৫ টি চিনিকলের খামার ও প্রগতিশীল আখচাষিদের ৩০ দশমিক ২৫ একর জমিতে বীজবর্ধন প্রদর্শনী আখক্ষেত স্থাপন করা হয়েছে যার অদ্যাবধি অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। স্থাপিত প্রদর্শনী প্লটগুলো দেখে আখচাষীদের মাঝে আখের ফলন বৃদ্ধিতে  ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পরে শিল্প সচিব চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড প্রাঙ্গণে ২০২২-২৩ মৌসুমের আখ রোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন এবং কেরু এন্ড কোম্পানির বিএমআরই কার্যক্রম, ডিস্টিলারি শাখা ইত্যাদি ঘুরে দেখেন ও প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক রাখতে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

মাহমুদুল/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৬

**২০২৬ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি হবে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার**

 **---বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশ এলডিসি গ্রাজুয়েশন করে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। ২০২৬ সালে তা কার্যকর হবে, এর তিন বছর পর অর্থাৎ ২০২৯ সাল থেকে এলডিসিভুক্ত দেশের বাণিজ্য সুবিধা আর থাকবে না বাংলাদেশের। তখন থেকে উন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করেই বিশ্ব বাণিজ্য করতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমরা ভূটানের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করেছি। আরো বেশ কয়েকটি দেশের সাথে পিটিএ বা এফটিএ এর মতো বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা চলছে। শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির কারণে চীন এবং ভারতের সাথে আমাদের বাণিজ্য ব্যবধান সবচেয়ে বেশি। চীন বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে ৯৯ ভাগ পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশ সেপা চুক্তি করার জন্য কাজ করছে। দেশের অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত রাখার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরাম খাঁ মিলনায়তনে ওভারসিস করেসপনডেন্ট অভ্ বাংলাদেশ (ওকাব) আয়োজিত মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গত বছর প্রায় ৬০ বিলিয়ন রপ্তানি হয়েছে। ২০২৪ সালে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৬ সালে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের তৈরি পোশাক খাতে মোট রপ্তানির প্রায় ৮২ ভাগ অবদান রাখছে। পাশাপাশি আইসিটি, লেদার, প্লাস্টিক, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, পাটসহ প্রায় ১০টি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর রপ্তানি দিন দিন বাড়ছে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আমাদের আরো সম্ভাবনা রয়েছে। মিয়ানমার বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিযোগী ছিল, তাদের তৈরি পোশাক খাত প্রায় বন্ধ। চীন তৈরি পোশাক শিল্প রিলোকেট করছে। ফলে আমাদের সম্ভাবনা আরো বেড়ে গেছে। আমাদের দক্ষ জনশক্তি রয়েছে, উৎপাদন খরচ কম। তৈরি পোশাক শিল্পে গ্রিন ফ্যাক্টরি এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর সফল হয়েছে। ভূটান ও নেপালের সাথে সড়ক পথের ফ্রি ট্রানজিট সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছে ভারত। ভারতের সাথে সড়ক, নৌ এবং আকাশপথে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ বাড়ছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হচ্ছে, নদীর পানি বণ্টনসহ সবমিলিয়ে ৭টি চুক্তি হয়েছে। এতে বাংলাদেশ অনেক লাভবান হবে। ভারত বাংলাদেশের তিনটি স্পেশাল ইকনমিক জোনে বিনিয়োগ করছে, আরো চাইলে বাংলাদেশ বিবেচনা করবে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, ডিমের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি সরকার পর্যবেক্ষণ করছে। ডিম আমদানির বিষয়টি দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দিয়ে প্রয়োজনে বিবেচনা করা হবে। বাংলাদেশ একসময় সুঁই, সুতা, বোতাম, কার্টুনসহ সকল এক্সেসরিজ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করতো, আজ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ রপ্তানি করছে। আমাদের সক্ষমতা আছে, এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

ওভারসিস করেসপনডেন্ট অভ্ বাংলাদেশ (ওকাব) এর আহ্বায়ক কাদির কল্লোল, সদস্য সচিব নজরুল ইসলাম মিঠু এবং ওকাবের সিনিয়র সদস্য ফরিদ হোসেনসহ সিনিয়র সাংবাদিকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৫

**রাজনীতিতে উচ্চমার্গীয় ভাষার ব্যবহার বাড়াতে হবে**

 **-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, উচ্চমার্গীয় ও সমৃদ্ধ ভাষার প্রয়োগ রাজনীতিতে এখন তেমন একটা দেখা যায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের পাশাপাশি তাঁর হৃদয়গ্রাহী ভাষাশৈলী, শব্দচয়ন, উচ্চমার্গীয় ও সমৃদ্ধ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করেছিলেন। জাতীয় চার নেতার অন্যতম সৈয়দ তাজউদ্দীন আহমদও উচ্চমার্গীয় ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সমৃদ্ধ ও উচ্চমার্গীয় ভাষা প্রয়োগ ও ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম আবৃত্তি চর্চা। তাই রাজনীতিতে উচ্চমার্গীয় ভাষার ব্যবহার বাড়াতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'আনন্দে বিস্ময়ে হৃদয়ের অনুদিত স্বর' শিরোনামে আবৃত্তি সংগঠন 'স্বনন' এর ৩৭ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভাষার বহুবিধ ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম কবিতা। আর কবিতাকে শিল্পরূপে যিনি চর্চা বা আবৃত্তি করেন তিনিই আবৃত্তিশিল্পী। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাচিক ও আবৃত্তিশিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আবৃত্তিশিল্পীরা তাদের ভাষার প্রয়োগ ও মুন্সিয়ানার মাধ্যমে সমাজে যেকোনো বার্তা সহজে পৌঁছে দিতে পারেন যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, আবৃত্তি সংগঠন স্বনন বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন একটি আবৃত্তি সংগঠন। হাঁটি হাঁটি পা পা করে সংগঠনটি ৩৭ বছর পূর্ণ করেছে। তিনি এসময় সংগঠনটির ৩৭তম বর্ষপূর্তিতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

বিশিষ্ট কবি মারুফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উৎসব উদ্বোধন করেন বরেণ্য আবৃত্তি ও অভিনয় শিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন কবি নাসির আহমেদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান ও বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী রূপা চক্রবর্তী।

#

ফয়সল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১৪৪৫

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৪

**নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শনে শিক্ষমন্ত্রী**

নিউইয়র্ক, (১৭ সেপ্টেম্বর) :

শিক্ষমন্ত্রী ডা. দীপু মনি গতকাল নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন করেন। এসময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্য প্রসাদ মজুমদার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান, ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকর এম তালহা তার সফরসঙ্গী ছিলেন। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাদেরকে স্বাগত জানান।

ডা. দীপু মনি কনস্যুলেটের বর্তমান কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে সেবার মান সমুন্নত রাখতে কনস্যুলেট কর্মকর্তাদের আবহবান জানান। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের সম্পৃক্ততা ও ভূমিকার প্রশংসা করেন, বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময়ে ভ্যাকসিন সরবরাহের বিষয়ে প্রবাসীদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের অর্জনের কথা তুলে ধরেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, টেকনোলজি ট্রান্সফার, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো গভীর করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কনসাল জেনারেল প্রতিনিধি দলকে কনস্যুলেটের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। কনসাল জেনারেল কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবাসমূহ আরো উন্নত করার পাশাপাশি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কনস্যুলেটের দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

পরে শিক্ষামন্ত্রী কনস্যুলেটের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং কনস্যুলেটে আগত সেবাগ্রহীতাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

#

মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৩

**ক্যাডার কর্মকর্তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান স্থানীয়সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২ আশ্বিন (১৭ সেপ্টেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ক্যাডার কর্মকর্তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

গতকাল রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত ২৯তম বিসিএস-এর একাদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ দৃঢ় প্রত্যায়ী ২৯তম বিসিএস’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশকে সমৃদ্ধ করতে সকল খাতে উন্নয়ন দরকার। উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার বিভিন্ন বিভাগে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করেছে। যার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

তাজুল ইসলাম জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে সমৃদ্ধ দেশে রুপান্তরিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ এবং দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে।

২৯তম বিসিএস অল ক্যাডার ফোরামের সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। এছাড়া যুব ও ক্রীড়া সচিব মেজবাহ উদ্দিনসহ ২৯ তম বিসিএসের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১০২৫ ঘণ্টা